দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 09 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

স্নাতক ছাত্রীদের উপ-বৃত্তির টাকা বিতরণে অনিয়ম!

■ গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

গফরগাঁও সরকারি কলেজে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের স্নাতক ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকা প্রদানে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। ভুয়া স্বাক্ষর দিয়ে টাকা উত্তোলন করে পুরো টাকা আত্মসাৎ, মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেয়া, তালিকায় নাম তুলতে অর্থ আদায়, চাহিদা মত টাকা না দিলে তালিকা থেকে নাম কর্তন, টাকা কেটে রাখা, দরিদ্রদের বাদ দিয়ে সচ্ছলদের বৃত্তি প্রদানসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। গফরগাঁও সরকারি কলেজে ২০১৫ সালে স্নাতক ১ম, ২য় ও তৃতীয় বর্ষের ৩২৩ জন ছাত্রীর নামে ৪ হাজার ৯শ' টাকা করে ১৫ লাখ ৮২ হাজার ৭শ' টাকা প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে উপবৃত্তি হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ ও অগ্রণী ব্যাংক গফরগাঁও শাখার কর্মকর্তাদের যোগসাজশে কলেজের এক শ্রেণির শিক্ষক-কর্মচারীরা ছাত্রীদের ভুয়া স্বাক্ষর দিয়ে কমপক্ষে ৩০ জন ছাত্রীর উপবৃত্তির সমুদয় টাকা তুলে আত্মসাৎ করেছেন।

স্নাতক ২য় বর্ষের ছাত্রী মিথিলা আক্তার, নাজরীন জাহান জানায়, গত বছর উপবৃত্তির তালিকায় তাদের নাম ছিল, তাদের নামে ৪ হাজার ৯শ' টাকা করে উত্তোলনও করা হয়েছে। কিন্তু তারা টাকা পায়নি। ব্যাংক কিংবা কলেজের কোন কাগজে তাদের স্বাক্ষরও নেয়া হয়নি। মুক্তিযোদ্ধা সন্তান আরিফা আক্তার ও শিলা আক্তার জানায়, উপবৃত্তি প্রাপ্তির নীতিমালায় মুক্তিযোদ্ধা পোষ্যদের অগ্রাধিকার থাকলেও এক বছর পাওয়ার পর এ বছর তাদের নাম রহস্যজনক কারণে উপবৃত্তির তালিকা থেকে কেটে দেয়া হয়েছে। নিয়মানুযায়ী তাদের ৩ বছর এ উপবৃত্তি পাওয়ার কথা। অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান পাপিয়া আক্তার ও রেজিয়া আক্তার জানায়, চেষ্টা, তদবির করেও তাদের নাম উপবৃত্তির তালিকায় তুলতে পারেনি।

স্নাতক শ্রেণির ২য় বর্ষের ছাত্রী আইরীন আক্তার বলেন, দায়িত্বপ্রাপ্তদের চাহিদামত ২ হাজার টাকা না দেয়ায় তার নাম উপবৃত্তির তালিকা থেকে কেটে দেয়া হয়েছে। সরকারি বিধি অনুযায়ী ছাত্রী ছাড়া অন্য কেউ উপবৃত্তির টাকা তুলতে পারে না। ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশে কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজেরাই টাকা উত্তোলন করে ছাত্রীদের মাঝে বিতরণের সময় ৫শ' থেকে ১ হাজার টাকা করে কেটে রাখে। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুলতান আহম্মেদ বলেন, আমার কাছে অনিয়মের কোন অভিযোগ নেই। আপনাদের কাছে থাকলে লিখিত আকারে দেন।